পিকেএসএফ পরিক্রমা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ খ্রি: পৌষ-ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জে দরিদ্র পরিবারের এক শিশুর পুষ্টিগত অবস্থা পরিমাপ করছেন পিকেএসএফ-পরিচালিত প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। *বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ১০*

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

www.pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ www.facebook.com/PKSF.org

‘বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে রচিত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ’
পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ আলোচনা সভায় বক্তারা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ভিত্তি রচনা করেছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন। গত ২৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু-এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। গত ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। সভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে ‘বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি’ শীর্ষক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংগঠিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে নানামুখী প্রচেষ্টা চলছে, যার সুফল হয়তো অচিরেই পাওয়া যাবে।

ড. এম. খায়রুল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ পৃথিবীর সকল নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তিনি বলেন, কারো আহ্বানে দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের এমন উদাহরণ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই আর।

অনুষ্ঠানের শুরুতে, ড. নমিতা হালদার এনডিসি নেতৃত্বের বিকাশ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জনসাধারণকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূমিকা অতুলনীয়।

নতুন অর্থমন্ত্রীর সাথে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি'র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় অর্থমন্ত্রী দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর বহুমাত্রিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ।

পিকেএসএফ-এর সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের

পিকেএসএফ এবং বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন-এর মধ্যে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। এ সময় টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটালাইজেশনসহ পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন-এর ডেপুটি ডিরেক্টর লিসা শ্রেডার এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রানিয়া রিজভী। এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর ইতিহাস ও বহুমাত্রিক কার্যক্রমের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান। ভবিষ্যতে পিকেএসএফ-এর সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে 'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ/এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ' প্রতিপাদ্য নিয়ে ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এবং বিশেষ বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি এবং ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্তী, এবং পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ। এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক উম্মে কুলসুম।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে ড. এম. খায়রুল হোসেন বলেন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না করা গেলে সমধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবেনা বলে তিনি মন্তব্য করেন। ড. খায়রুল হোসেন এ ক্ষেত্রে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে তিনি নারীদেরকে সরকারের নারী-বান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগের সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানান।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার তার বক্তব্যে নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন পিকেএসএফ-এর উপকারভোগীদের ৯১ শতাংশ নারী, যা নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ সকলের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। একটি উন্নত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়তে ড. নমিতা হালদার শিশু-কিশোরদের জন্য বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অতিথি বক্তাবৃন্দ নিজেদের জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের গল্প শোনান, যা উদ্যমী নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

তারা বলেন, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে হবে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হলেও, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, বিশেষত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিকভাবে অধিকতর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সেমিনারের উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশ নিয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া বেগবান করার পথে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সেগুলো উত্তরণের উপায় নিয়ে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর অর্জন তাৎপর্যপূর্ণ: বিশ্বব্যাংক

ক্ষুদ্র উদ্যোগের কার্যকর উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর অর্জন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর (বাংলাদেশ ও ভুটান) আবদুল্লায়ে সেক।

পিকেএসএফ ভবনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে তিনি এ মন্তব্য করেন। অটুট সংকল্প ও দৃঢ় নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য তিনি পিকেএসএফ-কে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করে গত তিন দশকে অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, এসইপি প্রকল্পের সহায়তাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে তিন লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, "এসইপি-ই ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন বিষয়ক প্রথম প্রকল্প যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।" বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ বর্তমানে প্রায় দুই কোটি মানুষের দোরগোড়ায় অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছে বলে জানান তিনি।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দলের BD Rural WASH প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংক ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর একটি প্রতিনিধি দল ২-১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের মিড-টার্ম রিভিউ মিশন পরিচালনা করে। এ সময় তারা প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ), পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিনিধি দলটি ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় সহযোগী সংস্থা 'মমতা' এবং ২ মার্চ ২০২৪ তারিখে জামালপুর জেলার জামালপুর সদর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা আরডিএস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের প্রতিনিধি দলের সাথে বিশ্বব্যাংকের BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার রোকেয়া আহমেদ, পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল মতীন-সহ পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৪৭,৭৬০টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ১৭৪,৭৭৫টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

কার্বন ট্রেডিং বিষয়ক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২১ মার্চ ২০২৪ তারিখে 'Carbon Accounting: A Collaborative Approach for Project Development and Climate Action in Bangladesh' শীর্ষক একটি পরামর্শ সভা আয়োজন করে পিকেএসএফ। এতে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ প্যারিস চুক্তির আর্টিকেল ৬-এর অগ্রগতি এবং বাংলাদেশে এর সম্ভাবনা বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের চলমান উদ্যোগ বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন এ ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান।

এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ।

সুপণ্য সমাহার: পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র উদ্যোগ মেলা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর সদ্যসমাপ্ত সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর সহায়তাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত নিরাপদ পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ঢাকার আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত হয় 'সুপণ্য সমাহার: পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র উদ্যোগ মেলা ২০২৪'।

তিন দিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। অনুষ্ঠানে 'ক্ষুদ্র উদ্যোগে সরকারের সমর্থন' শীর্ষক বক্তব্য রাখেন বিএসটিআই-এর মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম, এবং পিকেএসএফ কর্তৃক ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখ করে মেলা আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

মেলায় পিকেএসএফ-এর ৪৭টি সহযোগী সংস্থা এবং ব্র্যান্ড সহায়তাপ্রাপ্ত ৭৭ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন করেন। মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য প্রতিদিনই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

এছাড়া, মেলা চলাকালে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ডিং: বর্তমান প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মেলার শেষ দিন, ১০ ফেব্রুয়ারি

২০২৪ তারিখে আয়োজিত হয় 'ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা রপ্তকরণ এবং যুব সমাজের সম্পৃক্ততা' বিষয়ক সেমিনার। এতে ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন ১০০ জন নির্বাচিত ক্লাস্টার অ্যাম্বাসেডর (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা), ৫০ জন যুব প্রতিনিধি এবং পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রকল্পের আওতাধীন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণে উৎসাহিত করার জন্য চারটি ক্যাটিগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রেষ্ঠ পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা হিসেবে ঠাকুরগাঁওয়ের কংক্রিট ব্লক উৎপাদনকারী রবিউল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ নারীবান্ধব উদ্যোক্তা রংপুরের হস্তশিল্প পণ্য উৎপাদনকারী জুয়েনা ফেরদৌস মিতুল, শ্রেষ্ঠ কর্মীবান্ধব উদ্যোক্তা নারায়ণগঞ্জের জামদানি উৎপাদনকারী মোঃ রুবেল মিয়া এবং শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা হিসেবে যশোরের ফুল চাষী সাজেদা খাতুন পুরস্কার লাভ করেন।

Digitalization of Microfinance for Inclusive Growth
শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

Digitalization of Microfinance for Inclusive Growth শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহ্।

সভায় Digitalization of Microfinance for Inclusive Growth বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং মহাব্যবস্থাপক (ডিজিটালাইজেশন) এম এ মতিন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও বুয়েট-এর প্রতিনিধিবৃন্দ এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর সাথে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

পিকেএসএফ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে প্রতিষ্ঠান দু'টির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী তরুণদের Recognition of Prior Learning (RPL)-এর মাধ্যমে সনদায়নের ব্যবস্থা করা, প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী আগ্রহী তরুণদের বিদেশে নিরাপদ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং বিদেশ প্রত্যাগত তরুণদের আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

সমঝোতা স্মারকে পিকেএসএফ-এর পক্ষে দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর পক্ষে সৌরেন্দ্র নাথ সাহা, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক, RAISE, স্বাক্ষর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরিফ আহমেদ খান, যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

আরএমটিপি-এর ৪১ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার আইএসও সনদ লাভ

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর সহায়তায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা নিরাপদ ও মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের জন্য ৪১ জন আইএসও, ৬৫ জন বিএসটিআই এবং তিনজন হালাল সনদ অর্জন করেছেন। আইএসও সনদায়নের ফলে উদ্যোক্তারা এখন বিদেশে পণ্য রপ্তানির কার্যাদেশ পাচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ডানিডার যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় ৭৫টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এসব উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগের আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণ, নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক কৃষকদের গুণগত ও মানসম্মত কৃষিপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, ব্র্যান্ডিং ও সার্টিফিকেশন বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ছয় বছর মেয়াদি RMTP প্রকল্পের আওতায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে, লক্ষিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ দেশব্যাপী বৈচিত্র্যময় কৃষিপণ্য, যেমন পনির, ঘি, মাঠা, মিষ্টি, দই, নিরাপদ মাংস, মাংসের আচার, সবজির চিপস্, কুমড়ো বড়ি, কোল্ড-প্রেসড সরিষার তেল, পেরিলার তেল, কফি চাষ, কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ, রেডি টু কুক ও রেডি টু ইট মৎস্য পণ্য এবং মসলা জাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করছেন।

সমন্বিত কৃষি ইউনিট প্রতিষ্ঠার দশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

পিকেএসএফ-এর 'সমন্বিত কৃষি ইউনিট' প্রতিষ্ঠার এক দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে ৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে আগারগাঁওস্থ পিকেএসএফ ভবনে 'উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি, কৃষক ও পিকেএসএফ' শীর্ষক একটি কর্মশালা ও দিনব্যাপী কৃষিপণ্য প্রদর্শন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার।

এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। তিনি বলেন, সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় পিকেএসএফ কৃষি খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ড. দেবাশীষ সরকার বাংলাদেশের কৃষি খাতে ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষির উদ্ভাবনগুলোকে ব্যাপক পরিসরে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন বলেন, পিকেএসএফ দীর্ঘদিন যাবৎ এ ইউনিটের আওতায় কৃষিজ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি খামারিদের, বিশেষত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট-এর ইতিবৃত্ত বিষয়ে আলোচনা করেন সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ। ইউনিটের সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক তানভীর সুলতানা।

অনুষ্ঠানে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতাভুক্ত সফল তিনজন সদস্য তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প সকলের সামনে তুলে ধরেন।

এ আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ দিনব্যাপী কৃষিপণ্য প্রদর্শনীতে পিকেএসএফ-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতাভুক্ত মাঠ পর্যায়ের সহযোগী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য প্রদর্শন করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদর্শিত নিজ এলাকার কৃষকদের উৎপাদিত ফসল, মাছ, মাংস, দুগ্ধজাত, হিমায়িত ও অন্যান্য পণ্যের সমাহার অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

গবেষণা: পিকেএসএফ-এর শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্তদের ৬৪ ভাগ স্নাতক সম্পন্ন করেছে

পিকেএসএফ-এর শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে সহায়তা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পিকেএসএফ-এর গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা কর্তৃক সম্প্রতি পরিচালিত 'The Effectiveness of the Education Scholarship Provided by PKSF under Program Support Fund (PSF)' শীর্ষক এক গবেষণার প্রাথমিক ফলাফলে এমন তথ্য উঠে আসে। পিকেএসএফ ২০১২ সাল থেকে কর্মসূচি সহায়ক তহবিল-এর মাধ্যমে অতিদরিদ্র সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রদানকৃত শিক্ষাবৃত্তির কার্যকারিতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক এ গবেষণা পরিচালিত হয়।

গবেষণাটির জন্য ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বৃত্তি পেয়েছে এমন ১২০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যে সকল শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে, তাদের ৪৯.১৭ শতাংশের ক্ষেত্রেই পিতা-মাতা অতিদরিদ্র শ্রেণিভুক্ত এবং তারা 'বুনিয়াদ' কর্মসূচির সদস্য ছিলেন বলে তারা উল্লেখ করে। শিক্ষার্থীরা যে পরিমাণ টাকা বৃত্তি পেয়েছে, তার শতকরা ৮২ ভাগই শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যয় করেছেন এবং শতকরা ৬ ভাগ টাকা পারিবারিক কাজে ব্যবহার করেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এইচএসসি-তে গড় পাসের হার শতকরা ৮৮.০৩ ভাগ। এছাড়া, শতকরা ৬৪ ভাগ শিক্ষার্থী এইচএসসি পাসের পর স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হয়েছে এবং পড়াশোনা অব্যাহত রেখেছে, শতকরা প্রায় ৪ ভাগ স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হয় কিন্তু পড়াশোনা অব্যাহত রাখেনি এবং শতকরা প্রায় ১২ ভাগ স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হয়নি। শতকরা ৮ ভাগ শিক্ষার্থী স্নাতক সম্পন্ন করে এবং শতকরা প্রায় ১২ ভাগ শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করতে ব্যর্থ হয়। অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ১২ শিক্ষার্থীর (মোট নমুনার ১০ ভাগ) মধ্যে বর্তমানে ১১ শিক্ষার্থী স্নাতক পর্যায়ে পড়ছে এবং একজন ইতোমধ্যে স্নাতক সম্পন্ন করেছে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ৪৫ শতাংশ বর্তমানে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে যুক্ত আছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো দেশে চাকুরি, টিউশনি, টেইলরিং, বিদেশে চাকুরি, কোচিং শিক্ষক, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মিস্ত্রি এবং কৃষি কাজ।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইএসডিও-এর মাধ্যমে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

দাপ্তরিক এ সফরের শুরুতে তিনি পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়াস্থ টিউলিপ ফুল চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি চাষিদের সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়া, বাজার সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিনে ড. হোসেন পঞ্চগড় জেলায় 'অগ্রসর' ঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত চা বাগান ও চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পরিদর্শন করেন। একই দিন, তিনি ঠাকুরগাঁও জেলায় মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্মারক 'অপরাজেয় ৭১'-এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরবর্তীকালে, তিনি আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত পনির কারখানা, টেলিমেডিসিন সেন্টার ও নিরাপদ সবজি চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি প্রকল্পের আওতায় পণ্য উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণের সার্বিক চিত্র দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এরপর, পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ইএসডিও-এর প্রধান কার্যালয়ে এক সুধী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে তিনি আরএমটিপি'র সাতজন উদ্যোক্তার হাতে আইএসও সনদ হস্তান্তর করেন এবং ইকো প্রাণী সেবা কার্ড-এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

সফরের শেষ দিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ড. খায়রুল হোসেন ইএসডিও-এর লোকায়ন জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সফরে তার সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও আরএমটিপি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম ও ইএসডিও-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে উদ্যোগ উন্নয়নের আহ্বান পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নের আহ্বান জানিয়েছেন। গত ৪-৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

ড. হালদার ৪ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলায় 'দিশা এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' উদ্বোধন করেন। পরবর্তী দুই দিনে তিনি কুষ্টিয়ায় 'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি' কার্যক্রম, শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি ও 'সেতু'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মসূচি এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও ডিবিএস-এর মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানে কানাডীয় গবেষকদের আগ্রহ প্রকাশ

গত ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং কানাডার সাসকেচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস)-এর চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল চাঁপাইনবাবগঞ্জে পিকেএসএফ-এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ কৃষি খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তারা সহযোগী সংস্থা প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত কাটিমন আম ও ড্রাগন ফলের বাগান, পেঁয়াজ বীজ, গম, ডাল ফসল উৎপাদন এবং মাছ চাষ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে জিআইএফএস-এর বঙ্গবন্ধু রিসার্চ চেয়ার ইন ফুড সিকিউরিটি ড. এন্ড্রু শার্প বলেন, "মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কৃষকদের সক্ষমতা উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর সাথে সাসকেচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আমরা আশাবাদী।"

সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে সহযোগী সংস্থা মমতা'র বার্ষিক সম্মিলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর, তিনি ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে রংপুর জেলায় সহযোগী সংস্থা পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর আওতায় 'প্যালেডিয়াম নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ প্রান্তিকে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিশ্বব্যাংক ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন BD Rural WASH for HCD Project-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এর মধ্যে রয়েছে ২-৩ জানুয়ারি দিনাজপুর জেলায় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র-এর মাধ্যমে, ২১-২৪ জানুয়ারি ময়মনসিংহ, শেরপুর ও জামালপুর জেলায় গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা, রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা, পিদিম ফাউন্ডেশন ও প্রগ্রেস-এর মাধ্যমে এবং ১-৪ মার্চ পটুয়াখালীর রাংগাবালী উপজেলার চরমন্তাজ ইউনিয়নে SAP-Bangladesh-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন। এ সময়, তিনি সহযোগী সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।

এছাড়া, ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন নওগাঁ জেলায় সহযোগী সংস্থা বেডো-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

কিশোর-কিশোরী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কৈশোর কর্মসূচি

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'কিশোর-কিশোরী ক্ষমতায়ন' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী ৪র্থ ব্যাচের আবাসিক প্রশিক্ষণ ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী দিনে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিশোর-কিশোরীদের জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়া ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ সময়ে সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়নে ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ, কৈশোর মেলা, ম্যারাথন দৌড়, সাইকেল র‍্যালিসহ বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এছাড়া, কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও যৌন হয়রানি রোধে সক্রিয় রয়েছে।

SEIP-এর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাহাতের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৩-এ 'কুকিং' ক্যাটিগরিতে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন রাহাত সিকদার। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ রাজধানীর বিনিয়োগ ভবনে অনুষ্ঠিত পুরস্কার ও সনদ বিতরণী এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থসচিব ড. মোঃ খায়রুজ্জামান মজুমদার। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরিন আফরোজ। রাহাত পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত SEIP প্রকল্পের আওতায় 'ফুড ক্যাডেট লিপি'স ইউফোরিয়া ইনস্টিটিউট অব কালিনারি আর্টস' হতে জানুয়ারি ২০২৩-এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। আগামী ১০-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ফ্রান্সের লিওঁতে অনুষ্ঠেয় World Skills Competition 2024-এ তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

দারিদ্র্য দূরীকরণে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

গর্ভাবস্থায় অপুষ্টি থেকে দারিদ্র্যের চক্র শুরু; এরপর তা চলতে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া কম ওজনের শিশুর শৈশবের বিকাশ হয় ত্রুটিপূর্ণ। প্রাপ্তবয়সে তিনি পরিণত হন একজন 'পিছিয়েপড়া' মানুষে। এই চক্র আরো বিস্তৃত হয় যখন এ ধরনের পরিবারের সদস্যরা পর্যাপ্ত উপার্জনে ব্যর্থ হন। ফলশ্রুতিতে, সৃষ্টি হয় প্রজন্মান্তরে চলমান অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা ও দারিদ্র্য।

অন্যদিকে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন গর্ভবতী নারী সাধারণত সুস্থ শিশু জন্ম দেন। এসব শিশুর দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় ভোগার ঝুঁকিও কম থাকে। জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যের অগ্রগতি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য পুষ্টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পসমূহে অপুষ্টির চক্র রোধে পুষ্টি-নির্দিষ্ট এবং পুষ্টি-সংবেদনশীল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

'পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা' পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল - ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ) প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কম্পোনেন্ট। কম্পোনেন্টটির লক্ষ্য মানুষের, বিশেষত মা, শিশু ও কিশোরীর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শৈশবকালীন বিকাশে সহায়তা প্রদান এবং তাদের অপুষ্টিগত সমস্যা দূর করে উৎপাদনশীল জীবনের ভিত গড়ে দেয়া।

এ প্রকল্পের পুষ্টি-নির্দিষ্ট কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুষ্টি সেবার ১৬টি প্রত্যক্ষ সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট ও কৃমিনাশক বিতরণ, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, তীব্র অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা ও মাতৃপুষ্টি সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের পুষ্টি কর্মকর্তারা পরিবার পর্যায়ে প্রকল্পের পুষ্টি-নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করেন। এসব সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ও জেলা হাসপাতালের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

এ প্রকল্পের পুষ্টি-সংবেদনশীল কার্যক্রমের আওতায় পরিবার পর্যায়ে শাকসবজি, ডিম ও মাংস উৎপাদন এবং বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের পুষ্টি ও জীবিকায়ন কর্মকর্তারা সরাসরি এসব সেবা প্রদান করেন। এছাড়া, কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবার ও স্থানীয় কমিউনিটিতে বিরাজমান সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা হয়।

শেষ হলো SEIP
প্রকল্পের অর্জন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

যুব কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নিয়ে ২০১৫ সালে শুরু হওয়া Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৮,৬৩৩ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে দরিদ্র, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, নারী, এতিম, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, হিজড়া এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের যুবরা প্রাধান্য পায়। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের তিন-চতুর্থাংশ যুবই কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন।

SEIP-এর আওতায় 'যুব দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে পিকেএসএফ-এর অর্জন: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি কর্মশালা ৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসরীন আফরোজ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

কর্মশালায় আরও বক্তব্য রাখেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পি কেএসএফ; ড. মোঃ মতিউর রহমান, সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব), SEIP; এবং মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ও মুখ্য সমন্বয়কারী, SEIP। কর্মশালায় ৫৭টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে SEIP-এর Project Steering Committee (PSC)-এর সভায় অংশ নেন।

৮০ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোগে অভিঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চার করবে SMART প্রকল্প

গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ হিসেবে অভিহিত ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ-এর Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) শীর্ষক প্রকল্প। এর আওতায় প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগে সম্পদ সাশ্রয়ী এবং অভিঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বিগত ১১-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিশ্বব্যাংক SMART প্রকল্পের Implementation Support Mission পরিচালনা করে। মিশন শেষে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রশংসা করে।

মিশন চলাকালে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল SMART প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করে। অপর এক সভায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি ও পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের সম্পদ সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন (Resource Efficient and Cleaner Production - RECP) কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া, মিশনের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের ছাড়পত্র গ্রহণ সহজতর করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)-এর সাথেও ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের ফলাফল নিয়ে পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রাক্-সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সঙ্গে মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন: সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বরগুনার বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নে ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ইস্পাহানী ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় একটি চক্ষুক্যাম্প আয়োজিত হয়। দিনব্যাপী এ চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ২৩২ জন রোগীকে বিনামূল্যে সেবা দেয়া হয়। এ সময় ৬৯ জন রোগীকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন এবং দুই জন রোগীকে নেত্রনালী অপারেশনের জন্য চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে বরিশালে নিয়ে তাদের অপারেশন সম্পন্ন করা হয়।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৪ পালন: 'সমাজসেবায় গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে গত ২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে সমৃদ্ধিভুক্ত ১৯৭ ইউনিয়নে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'র সুফল সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং যথাযথ সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন।

জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন: জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও দরিদ্র রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া, সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় 'শিশুদের চিত্রপটে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার প্রবীণ রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে বিভিন্ন চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, যেমন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া কার্যক্রম আয়োজন করা হয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া এ কর্মসূচি বর্তমানে ১০১ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৯ জেলার ১৪৯ উপজেলার ২১২ ইউনিয়নে মোট ৩.১৯ লক্ষ প্রবীণকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় কাজ করছে সরকার

পিকেএসএফ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তাদের অভিমত

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা ও প্রশমন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে। গত ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ঢাকার আগারগাঁওস্থ পিকেএসএফ ভবনে COP-28: Bangladesh Perspective: Expectations and Challenges শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ অভিমত প্রকাশ করেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন-এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় সম্মাননীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। অনুষ্ঠানে COP-28 সম্মেলনের অভিজ্ঞতার ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

স্বাগত বক্তব্যে ড. নমিতা হালদার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে থাকা দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় পিকেএসএফ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ড. এম. খায়রুল হোসেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় বহির্বিশ্বের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজস্ব সম্পদ ও সক্ষমতা ব্যবহার করে বাংলাদেশ সরকার মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান, ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান এবং ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন প্রণয়ন করেছে এবং এসবের বাস্তবায়ন চলছে।

যেকোনো অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ড. আইনুন নিশাত। তিনি এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আন্তর্জাতিক জলবায়ু বিষয়ক দর কষাকষির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন আন্তর্জাতিক মিত্র খোঁজার ব্যাপারে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদ দেন।

খুলনায় RHL প্রকল্পের প্রারম্ভিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্পের প্রারম্ভিক কর্মশালা ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে খুলনার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সরোজ কুমার নাথ-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। কর্মশালায় বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার জেলা প্রশাসকদ্বয়, প্রকল্পের কর্ম-এলাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিসহ পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, পাঁচ বছর মেয়াদি RHL প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় ৭ জেলায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ অধিবাসী সরাসরি উপকৃত হবেন। ইতোমধ্যে, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ১৬টি সংস্থার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কক্সবাজারে ECCCP-Flood প্রকল্পের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেয়াদ শেষে Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের স্থায়িত্ব নিশ্চিতের পন্থা নিরূপণের লক্ষ্যে ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে কক্সবাজারের স্থানীয় একটি হোটেলে Exit Meeting and Strategic Consultation on ECCCP-Flood শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একেএম সোহেল, যুগ্ম-সচিব ও উইং প্রধান, জাতিসংঘ অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। মতবিনিময় সভার সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এ সভায় ECCCP-Flood প্রকল্পের ৯টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, প্রকল্পের ফোকাল পার্সন এবং প্রকল্পভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের কর্মকর্তাসহ প্রায় ১২০ জন অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহীতে ECCCP-Drought প্রকল্পের উদ্বোধনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৮ এনজিও'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

খরাপীড়িত নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলার জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সক্ষমতা এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ECCCP-Drought প্রকল্পের উদ্বোধনী কর্মশালা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে রাজশাহীর স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। এতে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পারভেজ রায়হান, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ।

কর্মশালায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় চার বছর মেয়াদি Extended Community Climate Change Project- Drought (ECCCP- Drought) প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলভুক্ত তিন জেলার ১৪ উপজেলায় প্রায় ২.৫০ লক্ষ অতি-দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন।

প্রকল্পটি নওগাঁ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, 'ম্যানেজড্ এ্যাকুইফার রিচার্জ সেন্টার' প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান, পুকুর ও খাল পুনর্খনন এবং পুকুরভিত্তিক ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ করা। এছাড়া, খরা-অভিযোজনক্ষম ফসল বিন্যাস এবং ফলজ/বনজ বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে বছরে গড়ে প্রায় ৯,৬০,০০০ ঘনমিটার পানি কৃত্রিম উপায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ৩০০ পুকুর পুনর্খননের মাধ্যমে প্রায় ১.২ মিলিয়ন ঘনমিটার বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা হবে এবং ১৪০ কিলোমিটার খাল পুনর্খননের মাধ্যমে ৩,৫০০ হেক্টর ফসলি জমি সেচের আওতায় আনা হবে। সার্বিকভাবে প্রকল্পটির মাধ্যমে ২.১৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে।

আলোচ্য প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে ১৮টি বেসরকারি সংস্থার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রকল্প ফোকাল পার্সনদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ এবং মহাব্যবস্থাপক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) ড. একেএম নুরুজ্জামান।

ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট হাওর প্রকল্প: giz প্রতিনিধি দলের কর্ম এলাকা পরিদর্শন

বাংলাদেশে হাওর অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট ইনিশিয়েটিভ (ইকি) স্মল গ্র্যান্ট' প্রোগ্রামের আওতায় 'Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in the Haor Region of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি পিকেএসএফ-এর তিনটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ৩-৬ মার্চ ২০২৪ তারিখে giz-এর একটি প্রতিনিধিদল প্রকল্পের কর্মএলাকা পরিদর্শন এবং সহযোগী সংস্থার প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। জার্মান সরকারের পক্ষে giz বাংলাদেশ প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করছে।

দুই বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত হাটিসমূহ সংরক্ষণের জন্য হাটি সুরক্ষা ব্যবস্থা (সিসি ব্লক রিভেটিং অথবা রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ), হাটি এলাকায় দেয়ালের পাশে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন এবং শস্য মাড়াই ও শুকানোর জন্য কমিউনিটি স্পেস-এর উঠান উঁচুকরণ। বর্তমানে প্রকল্পের কর্ম এলাকায় সিসি ব্লক রিভেটিং কাজের জন্য বাড়ির ঢালে মাটি ভরাট, মাটি কম্প্যাকশন, লেভেলিং-ড্রেসিং এবং রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের জন্য ফাউন্ডেশন ট্রেঞ্চ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ)-তে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত 'পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেয়া পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রশিক্ষণ শাখা

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তাশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং পেশাগত উন্নয়নে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা বর্তমানে ১১টি কোর্সে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ৮টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ১৬৭ জন কর্মকর্তাকে ৬টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

The Art of Facilitation

সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের উপস্থাপন কলা-কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত তিন দিন মেয়াদি 'The Art of Facilitation' শীর্ষক কোর্সের তৃতীয় ব্যাচে ২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন কৌশল

সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ে উদ্যোগ উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম সক্ষমতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে আয়োজিত ৫দিন মেয়াদি 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন কৌশল" শীর্ষক কোর্সের চতুর্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণ ৩-৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়।

Leadership for Development Professionals

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত ৫ দিন মেয়াদি 'Leadership for Development professionals' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের ৮ম ব্যাচে মোট ২১ জন কর্মকর্তা ১০-১৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ প্রান্তিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমআইএস বিভাগের দুই জন শিক্ষার্থী ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করেন।

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৪ সময়ে দেশের বাইরে (থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, অস্ট্রেলিয়া ও ভিয়েতনাম) পিকেএসএফ-এর ৩৯ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ/কর্মশালাসমূহের আয়োজনকারী সংস্থাসমূহ হচ্ছে Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), Food and Agriculture Organization (FAO), Band for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, the Easycs Sdn Bhd, Malaysia, Heather House LLP, India, World Bank, the Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI), South Korea এবং the SAHARA Group Training and Consultancy INC, Turkey। এছাড়া, জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৪ সময়ে পিকেএসএফ-এর মোট ৯৮ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত 'The Art of Facilitation' শীর্ষক কোর্সে অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই ২০২৩-জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩,৮৯০.৫৮ কোটি (টেবিল-২) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫৯,৭১৩.৮১ কোটি (টেবিল-১) টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৬৬ ভাগ। নিচে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প মূলস্রোত কর্মসূচি	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে)
জাগরণ	১৯৪০৫.৩০	২৯৬৭.৭২
অগ্রসর	১১৪৩০.৬৯	২৫৫৩.৬০
সুফলন	১৩০০০.০৬	৭৪৩.৭০
বুনিয়াদ	৩৭৭১.৩২	৫৪১.৩৩
কেজিএফ	১৬৯০.১৫	১৮৭.০০
সমৃদ্ধি	১৫৮২.১৫	৪৩৩.৭৮
এলআরএল	১১০০.০০	২৮৯.৫২
লিফট	২৭৪.১৭	৪৯.৮৩
এসডিএল	৬৯.৮০	৩.০৬
আবাসন	৩৭৫.০৫	৩১২.৪৮
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৪২৪.২১	৩২.৮২
মোট (মূলস্রোত কর্মসূচি)	৫৩১২২.৯০	৮১১৪.৮৩
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২.২৫	১.৩৭
এফএসপি	২৫.৮৮	০.০০
এলআরপি	৮০.৩৮	০.০৬
এমএফএমএসএফপি	৩৬১.৯৬	৯.০৬
এমএফটিএসপি	২৬০.২৩	০.০০
পিএলডিপি	৫৯.৩৯	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩.০২	৮.৭৫
এলআইসিএইচএসপি	১৭০.৮০	৭৬.০৮
অগ্রসর-এমডিপি	১৬৯০.৮৭	৫১৩.১৭
অগ্রসর-এসইপি	৭৬১.০০	১৬২.০০
অগ্রসর-রেইজ	৯৮৮.৭০	৮৪৪.৯৫
অগ্রসর-এমএফসিই	৭০৫.৯৫	৭০৫.৯৫
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৬৫৫.১৪	২১৭৩.৭৩
মোট (প্রকল্পসমূহ)	৬৫৯০.৯১	২৯৪৪.২২
সর্বমোট	৫৯৭১৩.৮১	১১০৫৯.০৪

টেবিল-২ ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহীতা)

কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা (কোটি টাকায়) (জুলাই '২৩-জানুয়ারি '২৪)	সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা (কোটি টাকায়) (জুলাই '২৩-জানুয়ারি '২৪)
জাগরণ	৯৪৩.৮৮	২৩৫৩০.৮৬
অগ্রসর	১০৮৫.০৪	২৬৬৬৩.২৬
বুনিয়াদ	২৪৬.৫৫	৮২৮.০৮
সুফলন	৭২৫.৬০	৫৩৮৭.৪০
কেজিএফ	১৮৭.৫০	৩৯৪.০৮
লিফট	০.০০	১৩৬.৯৭
সমৃদ্ধি	১০৩.৫০	৬৫৩.২৬
এলআরএল	০.০০	৭৩.৮৮
আবাসন	১০০.৫৫	১৪৭.৫৫
অন্যান্য	৪৯৭.৯৭	৭২১৪.৪৪
মোট	৩৮৯০.৫৮	৬৫০২৯.৭৭

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য)

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৬৫০২৯.৭৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এ সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ৭,০৯,৫২৮.২৬ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৪ ভাগ।

জানুয়ারি ২০২৪-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৬৭,৭৭৩.৩৪ কোটি টাকা।

একই সময়ে, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মোট সদস্য সংখ্যা ১.৯৫ কোটি, যার ৯১.৬৪ শতাংশই নারী।

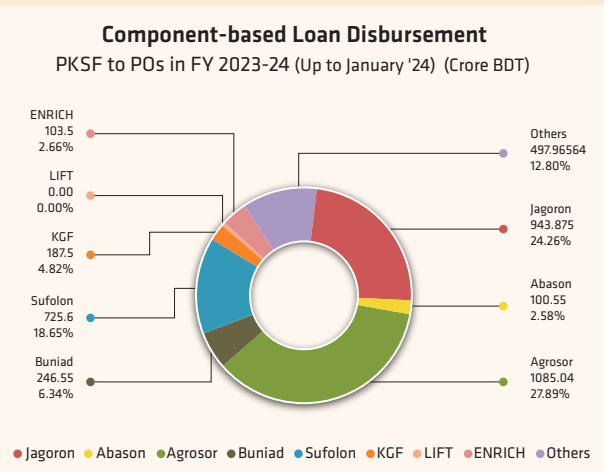

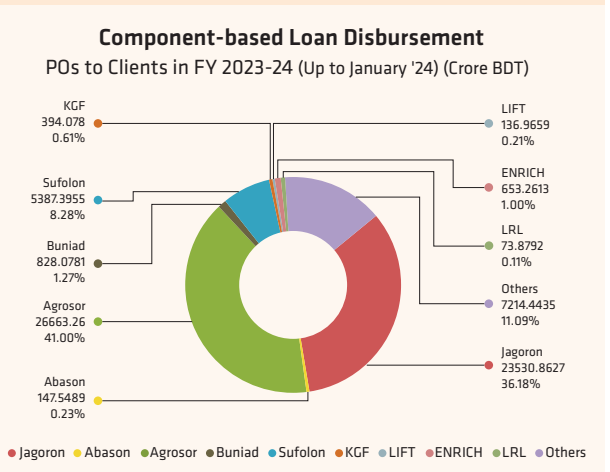

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় তরুণদের ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা প্রশংসনীয়

RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে মন্তব্য বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টরের

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় তরুণদের কর্মস্পৃহা, আত্মপ্রত্যয় ও ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতার প্রশংসা করেছেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুল্লায়ে সেক।

গত ৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে যশোর জেলায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অনানুষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত। অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত সম্ভাবনাময় কর্মী ও উদ্যোক্তাদের সীমিত কারিগরি দক্ষতা, সামাজিক রীতি, অপ্রতুল আর্থিক সেবাপ্রাপ্তির পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারিসৃষ্ট বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে, প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, পরামর্শ ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে RAISE গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এর আগে, আবদুল্লায়ে সেক-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন এবং শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'রিকভারি অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (RAISE)' প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এ পরিদর্শনে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, বিশ্বব্যাংকের প্র্যাক্টিস ম্যানেজার (সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যান্ড জবস) জেম মেট, সিনিয়র ইকোনমিস্ট (সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যান্ড জবস) হাভিয়ের সানচেজ-রেয়াজা এবং RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের প্রশংসায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন

পিকেএসএফ এবং উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর মধ্যে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

সভায় ইইউ-এর হেড অফ ডিভেলাপমেন্ট কোঅপারেশন, Michal Krejza-এর নেতৃত্বে ইইউ প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন Edwin Koekkoek, টিম লিডার, গ্রিন ইনক্লুসিভ ডিভেলাপমেন্ট এ্যান্ড সোশ্যাল প্রটেকশন; Meher Nigar Bhuiyan, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রেসিলিয়েন্ট লাইভলিহুডস; এবং Margherita Capalbi, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এগ্রিকালচার, ফুড সিকিউরিটি এ্যান্ড নিউট্রিশন।

সভায় ইইউ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং চলমান পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া, প্রকল্পের ফলাফল জাতীয় পর্যায়ে প্রচারের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজনের জন্য Michal Krejza পিকেএসএফ-কে আহ্বান জানান।

পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ,

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান এবং মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) ড. মোঃ আব্দুল মালেক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, অতিদারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ২০২২ সাল থেকে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ।

বুকপোস্ট

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
গোলাম তৌহিদ
সম্পাদনা পর্ষদ : মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ
সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা